কালের কণ্ঠ ১৬.০৭.১৭

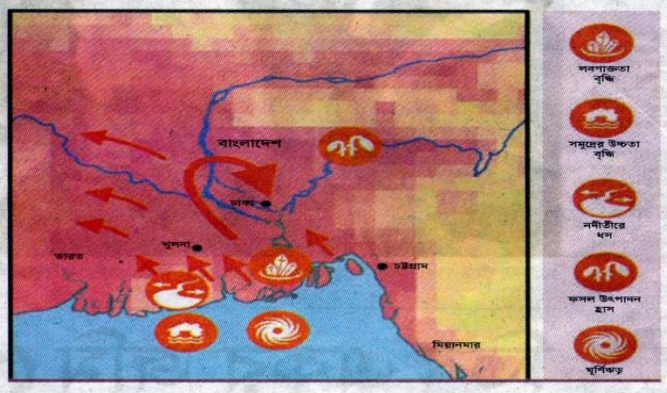

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে এভাবেই সম্ভাব্য ঝুঁকির কথা তুলে ধরা হয়। বলা হয়, উষ্ণায়নের প্রভাবে বাংলাদেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে

এডিবির প্রতিবেদন

বন্যাঝুঁকিতে ৪৮ দেশের মধ্যে শীর্ষে বাংলাদেশ

আরিফুর রহমান ▷

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে—জার্মান ওয়াচ, জাতিসংঘের আইপিসিসি, ব্রিটেনের পরামর্শক সংস্থা ম্যাপলক্রফটসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে আগেই। এবার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছ্বাস ও বাস্তুচ্যুতির ভয়াবহ চিত্র দেখা গেল এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) নতুন এক প্রতিবেদনে। গতকাল শনিবার সংস্থাটির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বন্যার দিক থেকে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ৪৮টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশ। প্রতিটি বন্যায় শূন্য থেকে শতভাগ ফসলহানি হচ্ছে এখানে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষক। বাংলাদেশে একেকটি ঘূর্ণিঝড়ে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার একটি হিসাব দিয়েছে এডিবি। সংস্থাটি বলেছে, প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২৫০ কোটি ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা। এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে ১০ বছরের মতো। এডিবি বলছে, আগে বাংলাদেশে ১০০ বছর পর পর একটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঘটনা ঘটত। এখন এ সময় কমে গেছে। দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে এখন বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে। আর ঘন ঘন দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ও সংখ্যা দুটোই বাড়ছে। এডিবির প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট থেকে বাস্তুচ্যুতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ওই অঞ্চল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ঠাঁই নিচ্ছে রাজধানী ঢাকা ও বন্দরনগর চট্টগ্রামে। এ ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের একটি অংশ ভারতে পাড়ি দিচ্ছে বলেও এডিবির প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। পটসডেম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট রিসার্চ-পিআইকে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে এডিবি।

►► পৃষ্ঠা ১১ ক. ৪